প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে কোভিড-পূর্ব ধারাবাহিকতায় পুনরুদ্ধার করছিল, তখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নজিরবিহীন অতিমারি কোভিড-১৯ দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতিকে আরও তরান্বিত করছে। জাতিসংঘের মতে, ২০২২ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ৩.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল এবং ২০২৩ সালে ১.৯ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ২.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। বিশ্বব্যাংক ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১.৭ এবং ২.৭ শতাংশ হতে পারে মর্মে পূর্বাভাস দিয়েছে যেখানে ২০২২ সালে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২.৯ শতাংশ। আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে যে বিশ্ব অর্থনীতি ২০২৩ সালে ২.৮ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৩.০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেইন যুদ্ধের অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়োপযোগী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি আগের উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। বিবিএস সাময়িকভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.০৩ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ২,৭৬৫ মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুল্যস্ফীতির হার ৭.৫ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে। রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমদানি যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে এবং আমদানি ব্যয় ৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে যেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানি যথাক্রমে ৫২.৪৭ বিলিয়ন এবং ৮৯.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ১৩.৬৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৭.৭১ বিলিয়ন এবং ১৮ মে ২০২৩ এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ চাহিদা , যৌক্তিক সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, আমদানির যৌক্তিকীকরণ, কোভিড-১৯ থেকে পরিপূর্ণ পুনরুদ্ধার, কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের সমাপ্তি, আর কোনো বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে না পড়লে বাংলাদেশের অর্থনীতি শীঘ্রই আগের উচ্চ এবং স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরে আসবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

বিশ্ব অর্থনীতি

বৈশ্বিক মোট উৎপাদন: কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপ কমতে না কমতেই ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিসমূহ মূল্য বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং মূল্যস্ফীতির জন্য তাদের পূর্বাভাস সংশোধন করেছে। জাতিসংঘের (UN) প্রকাশনা 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন অ্যান্ড প্রসপেক্ট ২০২৩' অনুসারে, ২০২২ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ৩.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল এবং ২০২৩ সালে ১.৯ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ২.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। বিশ্বব্যাংকের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, জানুয়ারি ২০২৩, অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে যথাক্রমে ১.৭ এবং ২.৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যেখানে ২০২২ সালে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২.৯ শতাংশ।

উন্নত এবং উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির মধ্যে মন্থর প্রবৃদ্ধির হার ভিন্ন ভিন্ন থাকবে। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালের ২.৫ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ০.৫ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ১.৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে, ২০২২ সালের মতোই ২০২৩ সালে প্রবৃদ্ধি ৩.৪ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৪.১ শতাংশ থাকবে বলে পূর্বাভাস করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে যে, ২০২৩ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হবে, যা গত তিন দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। ইতঃপূর্বে দু'বার ২০০৯ এবং ২০২০ সালে বিশ্ব মন্দা হয়েছিল। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি গত দুই দশকের গড় বৃদ্ধির হারের নিচে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটাও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতের অন্য যে কোনো আঘাত বিশ্ব অর্থনীতিকে মন্দার দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ছোট দেশগুলি এ ধরনের অভিঘাতের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO) এপ্রিল ২০২৩-এ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) অনুমান করেছিল যে বিশ্ব অর্থনীতি ২০২৩ সালে ২.৮ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৩.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। ২০২৩ এবং ২০২৪-এর পূর্বাভাসসমূহ ২০২৩ সালের জানুয়ারির আপডেট এর

তুলনায় ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। ২০২৩ সালের পরে মধ্যমেয়াদে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩.৩ শতাংশে হ্রাস পাওয়ার পূর্বাভাস করা হয়েছে।

উন্নত অর্থনীতিসমূহ ২০২৩ সালে ১.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে মর্মে পূর্বাভাস করা হচ্ছে। সফল কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতি ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির গতিপথে প্রত্যাবর্তন করছিল, তবে, ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রবৃদ্ধির গতি কমিয়ে দিচ্ছে। আইএমএফ ডব্লিউইও জানুয়ারী আপডেটের তুলনায় প্রায় সকল দেশের জন্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে। ২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১.৬ শতাংশ, যুক্তরাজ্য -০.৩ শতাংশ, জার্মানি -০.১ শতাংশ, ফ্রান্স ০.৭ শতাংশ, জাপান ১.৩ শতাংশ এবং কানাডা ১.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে মর্মে পূর্বাভাস করা হচ্ছে। এই অনুমানসমূহ নেতিবাচক ০.১ শতাংশ থেকে নেতিবাচক ০.৫ শতাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহে ২০২৩ সালে ৩.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা ডব্লিউইও জানুয়ারি ২০২৩ আপডেটে করা পূর্বাভাসের চেয়ে ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। ভারত ৫.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা গ্রুপে সর্বোচ্চ, এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারির আপডেটের তুলনায় ০.২ শতাংশ কম। চীনের জন্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ২০২৩ সালের জানুয়ারির আপডেটের মতো একই ৫.২ শতাংশ রাখা হয়েছে। ভারতের জন্য ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার গতি কমে যাওয়া গ্রুপের বাকি সদস্যদের জন্য একটি শক্তিশালী নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে যখন চীনের জন্য অপরিবর্তিত পূর্বাভাস একটি ভারসাম্য আনতে পারে। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল এশিয়ার অর্থনীতিসমূহ ২০২৩ সালে ৫.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা জানুয়ারির আপডেটের মতো। ২০২৩ সালে রাশিয়ান অর্থনীতির জন্য ০.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যেখানে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ এবং নিষেধাজ্ঞা সহ সংশ্লিষ্ট ফলাফলের কারণে ইউক্রেন ৩ সঙ্কুচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২৩ সালে উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল এশিয়ায় সর্বোচ্চ ৫.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বনিম্ন ০.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

যুদ্ধজনিত সংকট, বৈশ্বিক মন্দার প্রত্যাশা এবং কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে বিশ্বব্যাপী সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনিশ্চিত। ভবিষ্যত গতিধারা নির্ভর করবে অতিমারির গতিবিধি, যুদ্ধ পরিস্থিতি, নীতিগত পদক্ষেপ, মার্কিন ব্যাংকিং খাতের অস্থিরতা এবং আর্থিক অবস্থার বিবর্তন এবং মূল্যস্ফীতির ওপর।

সারণি ১.১ ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপন

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রকৃত	প্রক্ষেপণ আউটলুক, এপ্রিল ২০২৩		পার্থক্য আউটলুক আপডেট জানুয়ারি ২০২৩	
	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৩	২০২৪
বিশ্ব অর্থনীতি	৩.৪	২.৮	৩.০	-০.১	-০.১
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	২.৭	১.৩	১.৪	০.১	০.০
যুক্তরাষ্ট্র	২.১	১.৬	১.১	০.২	০.১
ইউরো অঞ্চল	৩.৫	০.৮	১.৪	০.১	-০.২
যুক্তরাজ্য	৪.০	-০.৩	১.১	০.৩	০.১
জার্মানি	১.৮	-০.১	১.৪	-০.২	-০.৩
ফ্রান্স	২.৬	০.৭	১.৩	০.০	-০.৩
জাপান	১.১	১.৩	১.০	-০.৫	০.১
কানাডা	৩.৪	১.৫	১.৫	০.০	০.০
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.০	৩.৯	৪.২	-০.১	০.০
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৪.৪	৫.৩	৫.১	০.০	-০.১
চীন	৩.০	৫.২	৪.৫	০.০	০.০
ভারত	৬.৮	৫.৯	৬.৩	-০.২	-০.৫
আসিয়ান-৫*	৫.৫	৪.৫	৪.৬	০.২	-০.১

উৎস ঃ World Economic Outlook, April 2023, IMF.

*আসিয়ান-৫ দেশসমূহ: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া,ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭.০ শতাংশে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭.৮৮ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে, কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে ৩.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফলভাবে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলা করেছে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরে এসেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থনীতির ৬.৯৪ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.০৩ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১.০৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের জন্য মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস হল ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭.৮ শতাংশ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশ।

জিডিপি, মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয়

বিবিএসের চূড়ান্ত হিসেব অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ৩৯,৭১,৭১৬.৪ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৩৫,৩০,১৮৪.৮ কোটি টাকা। নামিক (nominal) হিসেবে এক্ষেত্রে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ১২.৫১ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪৪,৩৯,২৭৩ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৪,৬৭,৫৫৭ কোটি টাকা বেশি। মাথাপিছু জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২,৬৫৭ মার্কিন ডলার। মধ্যমেয়াদী জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫০,০৬,৭৮২ কোটি টাকা, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৬,২৯,৬৯১ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৬৩,৪১,৩৯১ কোটি টাকা। চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ২,৬৮৭ মার্কিন ডলার, যা পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় ২২৫ মার্কিন ডলার বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় বেড়ে ২,৭৯৩ মার্কিন ডলার হয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২ মার্কিন ডলার বেশি। সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে ২,৭৬৫ মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের তুলনায় ২৮ মার্কিন ডলার কম। ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির কারনে মাথাপিছু আয় মার্কিন ডলারে গত বছরের তুলনায় কম পরিলক্ষিত হচ্ছে।

খাতভিত্তিক জিডিপি

বিবিএসের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ৩.০৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩.১৭ শতাংশ ছিল। একই সময়ে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৮৬ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ১০.২৯ শতাংশ। সেবা খাত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি হবে ২.৬১ শতাংশ যা গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৪৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

কৃষি খাতের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত হয়েছে বন ও সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য যা ৫.১৬ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ কৃষি খাতের অবদান দাঁড়াবে ১১.২০ শতাংশে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ০.৪১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

শিল্প খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮.১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১.৬৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। জিডিপিতে শিল্পের অবদান হবে ৩৭.৫৬ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ০.৬৪ শতাংশ বেশি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিষেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ৫.৮৪ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ০.৪২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। ওয়ারহাউস ও সহায়তা খাতে সর্বোচ্চ ৯.০৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে এবং এরপরেই রয়েছে মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা খাত (৮.৩৬%)।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা; পরিবহন ও স্টোরেজ; বাসস্থান ও খাদ্য পরিষেবা; আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম; পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম; জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাঁড়াবে ৫১.২৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.২৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

ভোগ ব্যয়

যদি ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা জিডিপি পরিমাপ করা হয়, তাহলে ভোগ ব্যয় বিশেষ করে বেসরকারি ব্যয়ই জিডিপির সিংহভাগ হয়ে থাকে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, ভোগ ব্যয় অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৭০ শতাংশের বেশি। বিবিএসের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ সালে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান ৭৪.৭৮ শতাংশ যার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ৬৯.০৮ শতাংশ এবং সাধারণ সরকারি খাতের অবদান ৫.৭০ শতাংশ।

বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান দাঁড়াবে ৭৩.৯৮ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৬৮.২৩ শতাংশ এবং সরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৫.৭৫ শতাংশ। মোট ভোগ ব্যয় গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৮ শতাংশ কম।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০২১-২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৫.২২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.১২ শতাংশ কম। একইভাবে, মোট জাতীয় সঞ্চয় জিডিপির শতাংশ হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৯.৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ১.৪৪ শতাংশ কম। বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপির ২৬.০২ শতাংশ হবে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ০.৮৭ শতাংশ বেশি। একইভাবে, ২০২২-২৩

অর্থবছরে মোট জাতীয় সঞ্চয় ৩০.২২ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদান ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩২.০৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.০৩ শতাংশ বেশি। জিডিপিতে ৩২.০৫ শতাংশ অবদানের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৪.৫২ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৭.৫৩ শতাংশ। জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৩১.২৫ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৩.৬৪ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৭.৬১ শতাংশ। মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৮ শতাংশ কম।

মূল্যস্ফীতি

২০২১-২২ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬১৫. শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৯ শতাংশ বেশি, লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সামান্য বেশি। করোনা অতিমারির দুর্যোগকালীন পৃথিবীতে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার যুদ্ধের কারণে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭.৫ শতাংশ।

রাজস্ব আহরণ

২০২১-২২ অর্থবছরে ৩,৩৭,৮০৪ কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৩%) রাজস্ব আহরণ করা হয়েছে, এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব ২,৯৪,৮২৩ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬,৭০৫ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৩৬,২৭৬ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৭ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৭০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৩%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০%)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০২৩) রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬৮,২৮৪ (লক্ষ্যমাত্রার ৬১.৯৫%) কোটি টাকা,যার মধ্যে এনবিআর রাজস্ব ২,৪০,৪৩২ কোটি এবং এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব ২৭,৮৫২ কোটি টাকা।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬,৬০,৫০৭ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৪.৮ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ৪,৩২,৯৪২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৭%) এবং উন্নয়ন ব্যয় ২,২৭,৫৬৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.১%)। $iBAS^{++}$এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩,০০,৮২০ কোটি টাকা, যার মধ্যে পরিচালন ব্যয় হয়েছে ২,২৭,৯৮৭ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ৬২,১০৫ কোটি টাকা।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বাজেটের ঘাটতি ধরা হয়েছে ২,৪৫,০৬৩ কোটি টাকা (অনুদানসহ) যা জিডিপির ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ৯০,১৪৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০%) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১,৪০,৬২৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.১%) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ১,১৫,৬২৪ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ২৫,০০১ কোটি টাকা ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের অগ্রাধিকার খাত

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সরকার, সড়ক ও জনপথ, বিদ্যুৎ, রেলপথ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সেবা, নৌ পরিবহন ও সেতু বিভাগে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে, স্থানীয় সরকারকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ১৯.২০ শতাংশ।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মুদ্রাস্ফীতি এবং বিনিময় হারের চাপ নিয়ন্ত্রণ, কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনীতির উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় তহবিল প্রবাহ নিশ্চিত করার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে মুদ্রানীতির এবং আর্থিক ব্যবস্থা নীতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। .

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাথমিকভাবে ৬.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং গড় মুদ্রাস্ফীতি ৭.৫ শতাংশের মধ্যে বজায় রাখার নিমিত্ত মুদ্রানীতি সাজানো হয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি এবং বিনিময় হারের চাপ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে, রেপো এবং রিভার্স রেপো সুদের হার যথাক্রমে ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট ৫.৭৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ এবং বিপরীত রেপো রেট ৪ শতাংশ থেকে ৪.২৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। ব্যাংক রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে ৪ শতাংশে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী নাগাদ ব্রড মানি (M2) ১৫.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রিজার্ভ মানি ০.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে, নিট বৈদেশিক সম্পদ ১৩.৩৪ শতাংশ কমেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি (বার্ষিক ভিত্তিক) ১৫.৫৮ শতাংশ বেড়েছে, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে ১২.১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ৮.৯৩ শতাংশ ছিল। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে সরকারের নিট ঋণ ৩৩.৮৭ শতাংশ বেড়েছে যা আগের বছরের একই সময়ে ২৮.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে, অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ গত অর্থবছরের একই সময়ের ১৪.০৯ শতাংশের তুলনায় ২০.৪২ শতাংশ বেড়েছে।

সুদের হার

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে, উৎপাদনশীল খাতকে সমৃদ্ধ করতে এবং শ্রেণীবদ্ধ ঋণ কমানোর জন্য সুদের হার যৌক্তিক করা হয়েছে এবং ক্রেডিট কার্ড ছাড়া সিঙ্গেল ডিজিটে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন উৎপাদনশীল খাতগুলি খুব বেশি সমস্যার মুখোমুখি হয়নি এবং ভারিত গড় ঋণ এবং আমানতের হার নিম্নগামী গতি লক্ষ্য করা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ভারিত গড় ঋণের হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে এবং ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৭.২৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ঋণ ও আমানতের গড় ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (Spread) ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ২.৯৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

পুঁজি বাজার

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২২ সালের জুন মাসের ৬২৫ টি থেকে বেড়ে ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে ৬৫৪টি তে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০২২ এর তুলনায় ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ৫,১৭,৭৮১.৬৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে দাঁড়ায় ৭,৬২,৩৬৬.৩১ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২২ সালের জুন শেষে ছিল ৬,৩৭৬.৯৪ পয়েন্টে যা ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে কমে দাঁড়ায় ৬,২০৬.৭৯ পয়েন্ট।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২২ সালের জুন মাসের ৩৭৬টি থেকে বেড়ে ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে ৬৩০টি তে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০২২ তারিখের চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ৪,৩৩,৩৬৯.৩১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে দাঁড়ায় ৭,৪৮,২৩৩.৫৬ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (সিএসইএক্স) ২০২২ সালের জুন শেষে ছিল ১৮,৭২৭.৫১ পয়েন্টে যা ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে কমে দাঁড়ায় ১৮,২৮৮.৩৪ পয়েন্ট।

রপ্তানি

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৯.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩৭.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ৯.৫৬ শতাংশ বেশি। এ সময়ের মধ্যে, পণ্য-ভিত্তিক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে গত অর্থবছরের তুলনায় অনেক পণ্য থেকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু পণ্যের নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কোভিড-১৯-এর সময়ে রপ্তানি সহজতর করার জন্য সরকারি উদ্যোগগুলি বাড়ানো হয়েছে। নতুন পণ্যে রপ্তানি প্রণোদনা বাড়ানো হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আয় ৫৪.২ বিলিয়ন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

আমদানি

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৯.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪৪.২৪ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৫২.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.৩১ শতাংশ কম। চলতি অর্থবছর শেষে আমদানি ব্যয় ৭৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ অতিমারি বৈদেশিক চাকরির বাজারে ব্যাপক আঘাত হানে এবং এইভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ২০২০ সালে ২০১৯ সালের ৭,০০,১৫৯ থেকে কমে ২,১৭,৬৬৯ এ দাঁড়ায়। যাহোক, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ধীরে ধীরে শিথিল হওয়ায়, ২০২০ সালের পর বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রত্যাবর্তন করেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ সালে ৯,৮৮,৯১০ এবং মার্চ ২০২৩ নাগাদ ৮,৪৩,৩৬৫ জনে পৌঁছেছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে, বাংলাদেশি প্রবাসীদের রেমিট্যান্স ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে যা আগের অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (৩৬.১০%)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেমিট্যান্স ২১.০৩ বিলিযয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৫.১১ শতাংশ কম। ২০২২-২৩ এর মার্চের শেষে রেমিট্যান্স আয় রেকর্ড করা হয়েছে ১৬.০৩ বিলিয়ন ডলার।

রেমিট্যান্সের সিংহভাগ এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। জুলাই থেকে মার্চ ২০২৩ এর মধ্যে সৌদি আরব থেকে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স অর্জিত হয়েছে, তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, কাতার, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ইতালি এবং আরও রয়েছে।

ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BoP)

২০২০-২১ অর্থবছরে ২৩.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ৩৩.২৫ বিলিয়ন দাঁড়িয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ৩৯.৮২ শতাংশ বেড়েছে, মূলত বিশ্বব্যাপী পণ্যের উচ্চ মূল্যের কারণে উচ্চতর আমদানি বিল পরিশোধের কারণে। সেই সময়ে, চলতি হিসাবের ব্যালেন্স ঘাটতি ছিল ১৮.৬৪ বিলিয়ন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি নাগাদ বাণিজ্য ঘাটতি গত অর্থবছরের একই সময়ে ২২.৪৩ বিলিয়নের তুলনায় ১৩.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৩৮.৩৪ শতাংশ কম। আমদানি যৌক্তিককরণ ব্যবস্থার ফলে ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে যা মূলত বিপুল প্রবাসী এবং রপ্তানি আয়ের কারণে। যাহোক, বৈশ্বিক অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে উচ্চ আমদানি বিলের কারণে জুলাই আগস্ট ২০২২ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কমেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১৮ মে তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বিনিময় হার

২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল মাসে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি মুদ্রা টাকার সামগ্রিক ১৩.৬৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন হয়েছে। ১৭ এপ্রিল ২০২৩-এ ডলার প্রতি ভারিত গড় আন্তঃব্যাংক হার ১০৬.১৫ টাকা ছিল, যা ১৮ এপ্রিল ২০২২-এ ছিল ৮৬.০৩ টাকা।

বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী সম্ভাবনা

বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিবিধি এবং অভ্যন্তরীণ খাতের উপর এর প্রভাব বিবেচনা করে মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF), ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি কোভিড-১৯ অতিমারি থেকে পুনরুদ্ধার করছিল, তখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ জীবন ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি এবং বিশ্বের সরবরাহ ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জনস্বাস্থ্য, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি এবং পণ্য বাজারে করোনভাইরাসের অপ্রত্যাশিত প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য গণ টিকা প্রদান করছে এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকার ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে সময়োপযোগী নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশ সফলভাবে কোভিড-১৯ এর উপুর্যপুরি ঢেউসমূহ ন্যূনতম প্রাণহানির সাথে মোকাবিলা করেছে।

মধ্য মেয়াদে, সরকার কোভিড-১৯ এর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের উপর জোর দেবে, ইউক্রেনের যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে সমাধান করবে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে, ২০৩০ এজেন্ডা-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১), 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০', এবং 'ব্লু ইকোনমি' কৌশল বাস্তবায়ন করবে।

সরকার প্রাক-মহামারি অর্থনৈতিক উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথ পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী। এমটিএমএফের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ শতাংশের বিপরীতে বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২২-২৩ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.০৩ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ধীরে ধীরে যথাক্রমে ৭.৫, ৭.৮ এবং

৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে, যা পরবর্তী তিন অর্থবছরে ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫.৪ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী তিন অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩৩.৮ থেকে ৩৬ শতাংশের মধ্যে হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ হবে ৬.৩ থেকে ৬.৬ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ হবে জিডিপির ২৭.৪ থেকে ২৯.৪ শতাংশের মধ্যে।

এমটিএমএফ অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে জন্য রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৯.৮ শতাংশ এবং ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬-এর মধ্যে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশ থেকে ১১.২ শতাংশের মধ্যে থাকবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারী ব্যয় জিডিপির ১৪.৯ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে, যা পরের তিন বছরে ব্যয়-জিডিপি অনুপাত ১৫.২ থেকে ১৬.২ শতাংশের মধ্যে হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে, সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫.১ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জিডিপির ৫.২ থেকে ৫.০ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই ঘাটতির হার লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি থাকবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ ১৪.১ শতাংশে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগামী তিন অর্থবছরে জিডিপির ১৫ থেকে ১৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২২-২৩ সালে রপ্তানি ১০ শতাংশ বৃদ্ধির অনুমান করা হয়েছে এবং পরবর্তী তিন অর্থবছরে ১২ থেকে ১৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধির অনুমান করা হয়েছে। আমদানি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯ শতাংশ হ্রাস এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ উভয় অর্থবছরে ১২ শতাংশ বৃদ্ধির অনুমান করা হয়েছে। রেমিট্যান্স ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপির ৪.০ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে এবং পরবর্তী তিন অর্থবছরে ১০.০ থেকে ১৩.০ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে অনুমান করা হয়েছে। স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ চাহিদা, যৌক্তিক আর্থিক সম্প্রসারণ, রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি, কোভিড পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার, কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের সমাপ্তি, আর কোনো বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয় না হওয়া বিবেচনায় নিয়ে আশা করা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি শীঘ্রই পূর্বের ধারাবাহিক স্থিতিশীল উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরে আসবে। সারণি ১.২ এ ২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১.২ ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সূচকসমূহ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
	প্রকৃত				বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপন		
প্রকৃত খাত									
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৮৮	৩.৪৫	৬.৯৪	৭.১০	৭.৫০	৬.০৩	৭.৫০	৭.৮০	৮.০০
মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৪৮	৫.৬৫	৫.৫৬	৬.১৫	৫.৬০	৭.৫০	৬.০০	৫.৫০	৫.৪০
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	৩২.২	৩১.৩	৩১.০	৩২.০	৩১.৫	২৭.৮	৩৩.৮	৩৫.১	৩৬.০
বেসরকারি	২৫.২৫	২৪.০২	২৩.৭০	২৪.৫০	২৪.৮০	২১.৮	২৭.৪	২৮.৮	২৯.৪
সরকারি	৭.৩০	৭.৩০	৭.৩০	৭.৫০	৬.৭০	৬.০	৬.৩	৬.৩	৬.৬
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)									
মোট রাজস্ব আয়	৮.৫	৮.৪	৯.৩	৮.৫	৯.৭	৯.৮	১০.০	১০.৪	১১.২
কর রাজস্ব	৭.৭	৭.০	৭.৬	৭.৬	৮.৭	৮.৭	৯.০	৯.৫	১০.২
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৭.৪	৬.৮	৭.৫	৭.৪	৮.৩	৮.৩	৮.৬	৯.১	৯.৭
কর বহির্ভুত রাজস্ব	০.৯	১.৪	১.৭	০.৯	১.০	১.০	০.৯	০.৯	১.০
সরকারি ব্যয়	১৩.৩	১৩.০	১৩.০	১৩.১	১৫.২	১৪.৯	১৫.২	১৫.৪	১৬.২
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৫.০	৪.৮	৪.৫	৪.৯	৫.৫	৫.১	৫.৩	৫.৫	৫.৯
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৪.৭	-৪.৭	-৩.৭	-৪.৬	-৫.৫	-৫.১	-৫.২	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন	৪.৭	৪.৭	৩.৭	৪.৬	৫.৫	৫.১	৫.২	৫.০	৫.০
বৈদেশিকঅর্থায়ন (নীট)	১.৪	১.৪	১.৪	১.৭	২.২	২.০	২.১	২.১	২.১
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৩	৩.৩	২.৩	২.৯	৩.৩	৩.২	৩.১	২.৯	২.৯
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন,বছর শেষে)									
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১২.৩	১৪.০	১০.১	১৬.২	১৬.০	১৮.৫	১৬	১৭.০	১৭.০
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১১.৩	৮.৬	৮.৩	১৩.৭	১৫.০	১৪.১	১৫.০	১৬.০	১৬.০
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	৯.৯	১২.৬	১৩.৬	৯.৫	১৫.৬	১১.৫	১৩.০	১৩.০	১৩.০
বৈদেশিক খাত									
রপ্তানি আয়,এফওবি (%)	৯.১	-১৭.১	১২.৪	৩৩.৪	২০.০	১০.০	১২.০	১৪.০	১৪.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	১.৮	-৮.৬	১৯.৭	৩৫.৯	১২.০	-৯.০	৮.০	১২.০	১২.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	১০.২	১২.৪	৩৬.১	-১৫.১	১৬.০	৪.০	১০.০	১৩.০	১৩.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	-১.৪৫	-১.২৬	-১.১০	-৪.০৬	-৩.৫০	-১.৪৮	-০.৯৩	-০.৬২	০.০৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩২.৭২	৩৬.০৪	৪৬.৪০	৪২.৭	৪৫.৩	৩৪.৬	৩৫.৮	৪১.১	৪৮.৯
সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মিটানোর মাস	৬.০	৭.২	৭.৮	৫.৩	৫.৩	৪.৫	৪.৩	৪.৪	৪.৭
মেমোরেন্ডাম আইটেম									
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	২৯৫১৪	৩১৭০৫	৩৫৩০২	৩৯৭১৮	৪৪৫০০	৪৪৩৯২.৭৩	৫০০৬৭.৮২	৫৬২৯৬.৯১	৬৩৪১৩.৯১

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস।